সীরাতের ছায়াতলে

মূল
আবদুত তাওয়াব ইউসুফ

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারূক

সীরাতের ছায়াতলে

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৫

সর্বশেষ সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত
ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়নগঞ্জ।

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন

মূল্য : ১২০/= টাকা মাত্র

SIRATER CHAYATOLE
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
Online distributer : Rokomari.com

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আমার শৈশবের বন্ধুরা

যাদের কাছে আমি
অ-নে-ক গল্প শুনেছি।
হাসির দমফাঁটা গল্প।
এ বইয়ের ছায়াকথাগুলো আজ
যদি তাদের শোনানো যেতো!

আবদুল্লাহ আল ফারুক

সূচীপত্র

১. তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠমানব ১১
২. তিনি আসছেন ১৯
৩. সেদিন হেসে ওঠেছিলো সৌভাগ্যের পরাগ..... ২৫
৪. ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যাত্রা ৩৩
৫. কল্যাণের পথে নিভৃত যাত্রা ৪১
৬. আমি আজ কাঠ কুড়াবো ৪৯
৭. আমি বরং ভুখাই থাকবো ৫৯
৮. স্নেহপ্রবণ পিতা ৬৭
৯. হৃদয়ছোঁয়া হাসি ৭৫
১০. আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন ৮৫
১১. শিশুদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ৯৩
১২. দয়া ও মহানুভবতার নিসীম সাগর..... ৯৯
১৩. ভেঙ্গে পড়লো বাতিলের ত্রিমূর্তি ১০৭

[১]

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠমানব

ইবনে সিনা। মুসলিম ইতিহাসের এক অমর জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যিনি ছিলেন কিংবদন্তী। তাকে দিয়েই আমাদের আজকের গল্প-বলা শুরু করছি।

তিনি তখন অনেক সুপরিচিত মানুষ। চারদিকে তার অসাধারণ মেধা, পাণ্ডিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একদিন তার ঘরের এক তরুণ গোলাম তাকে এমন এক প্রশ্ন করে বসলো যে, তিনি চমকে ওঠলেন। হতচকিয়ে ওঠলেন।...

প্রশ্নটি শুনলে তুমিও বিস্মিত হবে। অবাক হয়ে দু'চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকবে। ইবনে সিনাও বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু

তিনি দিয়েছিলেন তার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর। তবে উত্তরটি তিনি তখুনি দেননি। প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এরপর অপেক্ষা করলেন উপযুক্ত সময়ের।...

কী ছিলো তার প্রশ্ন? তুমিও নিশ্চয়ই জানতে চাইবে।

সেদিন গোলাম তার মুনিব ইবনে সিনাকে প্রশ্ন করেছিলো–

'আপনি হলেন আপনার যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী।... বরং আপনি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী।... ধর্মবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চিকিৎসা; সবশাস্ত্রেই তো আপনি সবার চেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী...

গোলামের কথা শুনে ইবনে সিনা ধীরে ধীরে মাথা উপরের দিকে তুললেন। খুব ধীরে, বিনীত বিনম্রতায়। তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন–

'তুমি কী বলতে চাচ্ছো?'

গোলামটি খানিকক্ষণ থেমে নিলো। মনে মনে সে তার বক্তব্য গুছিয়ে নিলো। এরপর বলতে শুরু করলো–

'আপনি অতীতের সমস্ত মনীষীদের ছাড়িয়ে গেছেন। অতীতের সমস্ত জ্ঞানী-গুণীদের ছাড়িয়ে গেছেন। এমনকি আপনি নবীদের....

কথার এ পর্যায়ে ইবনে সিনা গোলামকে থামিয়ে দিতে চাইলেন। বললেন, **'চুপ করো।'**

কিন্তু তরুণ গোলাম থামলো না। সে বলেই চলেছে–

'আপনি আমাকে বলুন, মুহাম্মাদ (সা.) কীসের ভিত্তিতে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? কোন গুণে তিনি আপনাকে ছাড়িয়ে যাবেন?'

ইবনে সিনা অনুভব করলেন, তার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তিনি চুপ করে রইলেন। একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তিনি ভাবলেন, এখন এর উত্তর দেয়া সমীচিন হবে না। গোলামটি যদিও প্রশ্নের ধরন বদলেছে। তবুও তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে মোক্ষম সময়ে। এবং বুদ্ধিদীপ্ত করে। মুহাম্মাদ (সা.) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। তিনি সর্বকালের সর্বযুগের গোটা পৃথিবীর সকল মানুষের সেরা মানুষ।

আর তাই তার কথার তাৎক্ষণিক উত্তর না দিয়ে ইবনে সিনা দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি ঈশার নামায আদায় করলেন। নামায শেষে কিছুক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করলেন। এরপর অন্য দিনের চেয়ে খানিকটা আগে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন।

অন্ধকার রাত। বাইরে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ বইছে। নিশ্চুপ প্রকৃতি। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে সবাই। শীতের রাতগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ হয়। একসময় সেই দীর্ঘ রাত্রিও ফুরাতে শুরু করলো। বেশিক্ষণ বাকি নেই। আর ঘণ্টাখানেক পরেই ফজরের আযানের ধ্বনি ভেসে আসবে।

ইবনে সিনার ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি ধীরে ধীরে দু'চোখের পাতা মেললেন। গোলামটি তখনও তার বিছানার ওপর গুটি. শুটি হয়ে ঘুমিয়ে আছে। লেপের উষ্ণতার প্রতিটি বিন্দু সে যেন উপভোগ করছে। ইবনে সিনা গোলামকে ডেকে বললেন,

'আমার জন্যে একটু অযূর পানি গরম করো।'

আড়মোড়া ভেঙে গোলামটি সোজা হলো। মাথার ওপর থেকে লেপ সরাতেই ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে আরামের উষ্ণতা ভেঙে দিলো। প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে দ্রুত সে লেপের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নিলো। বললো,

'বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আর কিছুক্ষণ পর ওঠছি।' জড়তার কারণে তার কথাগুলো অস্পষ্ট শোনাচ্ছিলো।

এতোক্ষণ গোলামটি ইবনে সিনার দিকে ফিরে ঘুমাচ্ছিলো। এবার সে দেয়ালের দিকে ফিরে হাঁটু ভাজ করে ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে গেলো গভীর ঘুমের আবেশে।

নিস্তব্ধ রাতের কেঁটে গেলো আরো কয়েকটি মুহূর্ত। কিছুক্ষণ পর ইবনে সিনা দ্বিতীয়বার গোলামকে ডাকলেন। বললেন–

'বৎস, ওঠো। আমি নামায পড়বো। আমার জন্যে পানি গরম করে নিয়ে এসো'।

এবার আর গোলাম লেপের ভেতর থেকে মাথা বের করলো না। মাথা ভেতরে রেখেই বললো, 'এখনো ফজরের আযান হয়নি। আমাকে আরেকটু ঘুমুতে হবে'।

শায়খ বিরক্ত হলেন, কিন্তু প্রকাশ করলেন না। তিনি ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাইরের অন্ধকার হালকা হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুয়ায্যিন ডেকে ওঠবেন।

ইবনে সিনা তখন তৃতীয়বারের মতো গোলামটিকে ডাকলেন। এবারও তিনি পানি গরম করতে বললেন। কিন্তু যথারীতি গোলাম নিজেকে লেপের উষ্ণতার আবেশে জড়িয়ে রাখলো। পরিশ্রম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রচণ্ড শৈত্যের অনুযোগ করলো। তার মুখের অস্ফুট শব্দগুলো তখন প্রকৃতির শব্দহীন নিরবতায় খানিকটা বেসুরো শোনাচ্ছিলো।

এভাবে কেটে-গেলো আরো কয়েকটি মুহূর্ত। মসজিদের মিনার হতে ভেসে এলো আযানের সুমধুর ধ্বনি। মুয়ায্যিন বলছেন–

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার [আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ]

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার [আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ]

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই]

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল]

শায়খ ইবনে সিনা তখন গোলামের কাছে এলেন। তার মুখের ওপর থেকে লেপ সরিয়ে দিলেন। গোলামটি তখন

যেনো সম্বিত ফিরে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়ালো শায়খ তার কাঁধে মৃদু ঝাকুনি দিয়ে বললেন–

'তুমি কি মুয়ায্যিনের আযান শুনতে পাচ্ছো?'

: জ্বি, মুনীব। আমি আলবৎ শুনতে পাচ্ছি।

'মুয়াযযিন কি মুহাম্মাদ (সা.)-কে দেখেছেন?'

: জ্বি না, সে তো তাঁকে কখনই দেখেনি।

'মুহাম্মাদ (সা.) ও এই মুয়ায্যিনের মাঝে কত বছরের পার্থক্য?'

: অনেক বছর, হাজার বছরেরও বেশি।

'মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্মভূমি থেকে এই লোকটি কত দূরে অবস্থান করছেন?'

: জ্বি মুনীব, আমার অনুমানে পথের দূরত্ব হাজার মাইল হতেও বেশি হবে।

অনেকগুলো প্রশ্ন করে শায়খ কিছুক্ষণ থামলেন। একটু অবকাশ দিলেন। গোলামকে ভাবার সময় দিলেন। প্রচণ্ড বিস্ময়ে গোলামটি যেনো দু'চোখে শর্ষেফুল দেখছে। তার বিস্ময়ের ঘোর কাটছেই না। বড় বড় চোখে মুনীবের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটি খোলাসা করে ইবনে সিনা বললেন–

'দেখো, এতো কিছুর পরও ওই মুয়ায্যিন প্রচণ্ড শীতের ভেতর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।